276 - ভালোবাসার প্রকারভেদ ও বিধি-বিধান

প্রশ্ন

আমরা একদল মুসলিম। ইসলামে ভালোবাসার সংজ্ঞা কী তা নিয়ে আমাদের মাঝে কথোপকথন হয়। যদিও আমরা সবাই পুরোপুরি জানি যে মহান আল্লাহকে ভালোবাসা জরুরী এবং তাঁর সাথে তাঁর নবী-রাসূলদেরকেও ভালোবাসা আবশ্যক। কিন্তু আমরা এ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে, মানুষের মধ্যকার ভালোবাসার কি কোনো সুস্পষ্ট রূপরেখা আছে কিনা (যেমন: খ্রিষ্টধর্মে ভ্রাতৃসুলভ ভালোবাসা, রোমান্টিক ভালোবাসা নয়)। কেউ কেউ বলল: ভালোবাসা শুধু পরিবারের পরিসরেই পাওয়া যেতে পারে। এর বাইরে কেবল সম্মান ও বন্ধুত্ব ইত্যাদি আছে। কারো কারো প্রশ্ন ছিল যে ভালোবাসা কি শুধু স্বামী ও সন্তানদের মাঝেই সীমিত? আবার কারো প্রশ্ন ছিল ভালোবাসা কি শর্তযুক্ত হতে পারে? কারো মত ছিল 'ভালোবাসা' (প্রচলিত ব্যবহার অনুযায়ী) একটি বিদিত; যা কল্পকাহিনী ও খ্রিষ্টীয় দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা অনেকে নানান উৎস থেকে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো অকাট্য উত্তর পাইনি। আপনি কি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

প্রশ্নকর্ত্রী বোন,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া-রাহমাতুল্লাহি ওয়া-বারাকাতুহু। অতঃপর,

আপনি আপনার বোনদের সাথে ঈমান ও ইসলামের বিষয়গুলো নিয়ে পরস্পর যে আলোচনা করেন সেটি আমাদের হৃদয়কে প্রশান্ত করছে। তারই ধারাবাহিকতায় আপনারা ভালোবাসা নিয়ে আলোচনা করেছেন। নিঃসন্দেহে আপনি ও আপনার বোনেরা জানেন যে মতানৈক্য দূর করার ক্ষেত্রে আলেমদের কথা কতটা গুরুত্ববহ এবং শরয়ী বিষয়গুলো বুঝতে হলে তাদের কথায় ফিরে যাওয়া কতটুকু জরুরী। আমরা এখানে ভালোবাসার প্রকারভেদ ও বিধি-বিধান প্রসঙ্গে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করব যাতে ইন শা আল্লাহ আপনাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

ভালোবাসার প্রকারভেদ ও বিধি-বিধান:

ভালোবাসাকে বিশেষ ভালোবাসা ও যৌথ ভালোবাসায় বিভক্ত করা যায়। বিশেষ ভালোবাসাকে আবার শরয়ী ভালোবাসা ও হারাম

ভালোবাসা এ দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

শরয়ী ভালোবাসা কয়েক প্রকার:

১- আল্লাহর ভালোবাসা। এর বিধান হলো এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব কাজগুলোর একটি। কারণ আল্লাহকে ভালোবাসা হলো দ্বীন ইসলামের মূল। এটির পূর্ণতায় ঈমান পূর্ণতা পায়। আর এটি কমে গেলে তাওহীদ হ্রাস পায়। এর প্রমাণ হলো আল্লাহর বাণী:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

"যারা ঈমানদার, আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা আরো বেশি।"[সূরা বাকারা: ১৬৫] তিনি আরো বলেন:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

"বলো, যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে এবং আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতারা, তোমাদের সন্তানরা, তোমাদের ভাইয়েরা, তোমাদের স্ত্রীরা, তোমাদের গোত্রীয় লোকেরা, ধন-সম্পদ যা তোমরা উপার্জন করেছো, ব্যবসা-বাণিজ্য যা তোমরা মন্দা হওয়ার আশঙ্কা করো এবং ঘরবাড়ি যা তোমরা পছন্দ করো, তাহলে অপেক্ষা করতে থাকো, যতক্ষণ না আল্লাহ তার বিধান (শাস্তি) নিয়ে আসেন। আল্লাহ ফাসেকদেরকে সঠিক পথ দেখান না।"[সূরা তাওবাহ: ২৪] এছাড়া রয়েছে কুরআন-সুন্নাহর আরো নানান দলীল।

এ ভালোবাসার প্রকাশ ঘটে বান্দার নিজের ভালোবাসা ও চাওয়ার উপর আল্লাহর ভালোবাসা ও চাওয়াকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে। তখন আল্লাহ যা ভালোবাসে, তা-ই সে ভালোবাসে। আর আল্লাহ যা ঘৃণা করেন, তা-ই সে ঘৃণা করে। আল্লাহর জন্যই সে মিত্রতা ও শত্রুতা করে। আল্লাহর শরীয়ত মেনে চলে। এই ভালোবাসা গড়ে তোলার নানা উপায় রয়েছে।

২- রাসূলের ভালোবাসা। এটিও দ্বীনের অন্যতম ওয়াজিব। বরং ঈমানের পূর্ণতা ততক্ষণ আসবে না যতক্ষণ না ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলকে তার জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসবে। হাদীসে এসেছে: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "তোমাদের কেউ ততক্ষণ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তার কাছে আমি তার সন্তান, পিতা এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে প্রিয় না হবো।"[হাদীসটি মুসলিম (৪৪) বর্ণনা করেন] এছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনে হিশাম থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি উমরের হাত ধরে ছিলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার জান ছাড়া আপনি আমার কাছে সব কিছু চেয়ে অধিক প্রিয়।' তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "না, যাঁর হাতে আমার প্রাণ ঐ সত্তার কসম! তোমার কাছে আমি যেন তোমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় হই।" তখন উমর তাকে বললেন, 'আল্লাহর কসম! এখন আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয়।' নবী

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: “হে উমর! এখন (তুমি সত্যকিার ঈমানদার হলে)।”[হাদীসটি বুখারী (৬৬৩২) বর্ণনা করনে] এই ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসার অনুগামী। এটি প্রকাশ পায় তার অনুসরণ করা ও তার কথাকে অন্যরে কথার উপর প্রাধান্য দওেয়ার মাধ্যমে।

৩- নবীগণ ও ঈমানদারদরেকে ভালোবাসা। এটি ওয়াজবি। কারণ আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসলে আল্লাহর অনুগত বান্দাদরে ভালোবাসা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর তারা হলনে নবীরা ও নকেকার বান্দারা। এর প্রমাণ হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী: “যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালোবাসে” অর্থাৎ ঈমানদার ও আল্লাহর অনুগত বান্দাদরেকে ঈমান ও আনুগত্যরে জন্য ভালোবাসে। ব্যক্তরি নামায-রোযা অনকে বশেি হলওে কবেল এর মাধ্যমইে ঈমান পূর্ণতা পাবে । উমর ইবনুল খাত্তাব রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: ‘আল্লাহর রাসূলরে যমানায় আমরা এমন অবস্থায় ছলিাম যে আমাদরে কউে অপর মুসলমি ভাইয়রে চয়েে নজিকেে নজিরে দীনার-দরিহামরে অগ্রাধকিারী মনে করত না।’

হারাম ভালোবাসা:

এর মাঝে কোনো কোনো ভালোবাসা শর্রিক। যমেন: আপনি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কছিুকে আল্লাহ তাআলার মতো করে ভালোবাসনে। তাহলে আপনি তাঁর সমকক্ষ গ্রহণ করলনে। এটি ভালোবাসার শর্রিক। পৃথবিীবাসীর অধকিাংশই ভালোবাসা ও সম্মানরে ক্ষত্রেে আল্লাহর সমকক্ষ গ্রহণ করছে।ে

এর মাঝে কোনো ভালোবাসা শর্রিকরে নচি; তবে হারাম। আর তা হলো ব্যক্তি তার পরবিার, সম্পদ, গোত্র, ব্যবসা ও ঘরবাড়ি এই সব কছিুকে বা এর কছিু বষিয়কে আল্লাহর আবশ্যক করা কাজরে উপর প্রাধান্য দওেয়া; যমেন: হজিরত, জহিাদ ইত্যাদরি ওপর। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী: “বলো, যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলরে চয়েে এবং আল্লাহর পথে জহিাদরে চয়েে তোমাদরে কাছে অধকি প্রয়ি হয় তোমাদরে পতিারা, তোমাদরে সন্তানরো, তোমাদরে ভাইয়রো, তোমাদরে স্ত্রীরা, তোমাদরে গোত্রীয় লোকরো, ধন-সম্পদ যা তোমরা উপার্জন করছো,ে ব্যবসা-বাণজি্য যা তোমরা মন্দা হওয়ার আশঙ্কা করো এবং ঘরবাড়ি যা তোমরা পছন্দ করো, তাহলে অপক্ষো করতে থাকো, যতক্ষণ না আল্লাহ তার বধিান (শাস্তি) নয়িে আসনে।”[সূরা তাওবা, আয়াত: ২৪]

উপরে বশিষে ভালোবাসার নানা প্রকার উল্লখে করা হলো।

আর যৌথ ভালোবাসা তনি প্রকার:

এক: প্রাকৃতকি। যমেন: ক্ষুধার্ত ব্যক্তরি খাবাররে প্রতি এবং পপিাসার্তরে পানরি প্রতি ভালোবাসা। এটি সম্মান করাকে আবশ্যক করে না। এ ধরনরে ভালোবাসা মুবাহ তথা বধৈ।

দুই: অনুগ্রহ ও মমতার ভালোবাসা। যমেন: শশিু সন্তানরে প্রতি পতিার ভালোবাসা। এটওি সম্মান করাকে অবধারতি করে

না। এ ধরনরে ভালোবাসায় সমস্যা নইে।

তনি: ঘনষ্ঠিতা ও বন্ধুত্বরে ভালোবাসা। যমেন: একই পশো, জ্ঞান, সঙ্গ, ব্যবসা বা সফররে সাথী হওয়ার কারণে পারস্পরকি ভালোবাসা। এই ভালোবাসাগুলো, যা মানুষরে জন্য প্রযোজ্য, অনুরূপভাবে ভাইদরে পারস্পরকি ভালোবাসা এবং তাদরে মধ্যকার বদ্যিমান এই ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসায় শর্কি নয়।

এই বষিয়টরি অন্যতম উৎস হলো: তাইসীরুল আযীযলি হামীদ গ্রন্থরে ‘ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً ’ পরচ্ছিদে।

আশা করি আমাদরে প্রদত্ত এই প্রকরণ ও ব্যাখ্যা প্রদানরে মাধ্যমে বষিয়টি আপনাদরে কাছে স্পষ্ট হয়ছে। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তনিি যনে আমাদরেকে এবং আপনাদরেকে সমস্ত কল্যাণরে তৌফকি দান করনে। আল্লাহ দরূদ বর্ষণ করুন আমাদরে নবী মুহাম্মাদরে উপর।